অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

একটি **মধুপর্ণা** ভাবনা

আত্মকথায়

পরিবর্ধিত প্রকাশ

সম্পাদক

মধুময় পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

অজিতেশ ভট্টাচার্য	আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ	৭
মধুময় পাল	পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রসঙ্গে	১৬
অমিয়ভূষণ মজুমদার	তিনটি লেখা	২৩
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	মেঘের গায়ে জেলখানা	৩২
বেণু দত্তরায়	জলকল্লোলের দিন	৪১
চোমং লামা (বিমল ঘোষ)	ভাঙাখাঁচার চারপাশে	৬২
পরিতোষ দত্ত	আমার না-বলা কথা	৭৬
গৌরমোহন রায়	ছিন্ন মেঘের দল	৯৩
অশ্রুকুমার সিকদার	আমাদের মন্টুদা	১০৫
কার্তিক লাহিড়ী	শৈশব কৈশোরের উত্তরবঙ্গ	১১২
অমিত গুপ্ত	নিজের কথা	১২১
হরেন ঘোষ	ছিন্নপাতার ভাসাই তরণী	১২৮
বিমলেন্দু দাম	পুরোনো সেই দিনের কথা	১৪১
ভবানী সরকার	আপন কথা	১৫৫
দেবেশ রায়	অন্ধকারের আলো, জলের চাষি	১৭৩
অর্ণব সেন	টুকরো কথা	১৮২
হিতেন নাগ	সঙ্গ ও প্রসঙ্গ	১৯৩
সমীর চক্রবর্তী	ফিরে দেখা	২০৪

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী	বিকেলে দাঁড়িয়ে	২২১
সমীর রক্ষিত	উত্তরবঙ্গ: স্মৃতি ও সমীক্ষা	২৪০
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	বীক্ষ্যমাণ স্মৃতি	২৫৩
জীবন সরকার	নৌকা ভাসে তিস্তা তোর্ষায়	২৭০
সমীর চট্টোপাধ্যায়	এই জীবন: কবিতা, এই অন্বেষণ	২৭৬
সুখবিলাস বর্মা	স্মৃতি জুড়ে মোর উত্তরবঙ্গ	২৮৭
সৌমেন নাগ	উত্তরবঙ্গ আমার আত্মদর্শন, জীবনদর্শন	২৯৮
গোপাল লাহা	আত্মস্মৃতিতে দু'বঙ্গের উত্তরবঙ্গ	৩১৫
উমেশ শর্মা	হৃদয়ের খড়কুটো দিয়ে দেখা	৩৪৪
বিপুল দাস	উত্তরের কথামালা	৩৫৭
রাজা সরকার	এক উদ্‌বাস্তুর মা-শহরের যাপনলিপি	৩৭৫
তৃপ্তি সান্ত্রা	মান্দাসে পাড়ি	৩৮৪
অলোক গোস্বামী	যাযাবর বৃত্তান্ত	৪০৪
লেখক পরিচিতি		৪১১

আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ

অজিতেশ ভট্টাচার্য

এক

ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষের মেলবন্ধন—আত্মপরিচয়ের প্রাথমিক শর্ত। বাঙালি জাতির পরিচয় তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত। সেই ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার মূলধারায় জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক কিছু কিছু স্বতন্ত্র ধারা এসে মিশে যায়, তাকে পরিপুষ্ট করে। তাতে মূলধারাই সমৃদ্ধ হয়।

উত্তরবঙ্গ ইতিহাসের দিক থেকে কিংবা রাজনৈতিক বিভাজনে কোনো পৃথক অঞ্চল নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরত্ব, যোগাযোগের অব্যবস্থা, অপরিচয় ক্রমশ উত্তরবঙ্গের ছ-টা জেলার মানুষের মনে অনস্তিত্বের হতাশা সঞ্চার করছে। কেউ কেউ এই ধরনের মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার যে উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের উপনিবেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা। কিন্তু তার মধ্যে কোনো অঞ্চলের মানুষ যদি নিজেদের সমগ্র রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে উপেক্ষিত মনে করে, তার স্বীকৃতির অনিশ্চয়তায় ভোগে, তবে তা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। শুধু কথা দিয়ে বা উদাহরণ দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করা যায় না, বিশ্বাস অর্জন করা যায় সমদর্শী সহমর্মী হয়ে, একাত্ম হয়ে। উত্তরবঙ্গবাসীরা তার অভাববোধে পীড়িত।

তবে বিক্ষোভ বা আন্দোলনের প্রসঙ্গ আমাদের বিষয় নয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট নিয়ে আমাদের ভাবনা। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশভাগজনিত কারণে বাস্তুহারা অসংখ্য মানুষের আগমনে উত্তরবঙ্গ ক্রমশ নতুন চেহারায় পরিবর্তিত ও পরিপুষ্ট হতে আরম্ভ করে। দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমন্বয়ে শ্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়। তার ফল, জীবিকার জন্য বিভিন্ন ধারায় শ্রমদান, স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা, নাট্যচর্চা ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি। গত পাঁচ দশক ধরে উত্তরবঙ্গ তার এই সংগ্রামী চরিত্র অটুট রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পে উত্তরবঙ্গ অবহেলিত, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অসার। রাজ্যসরকারের নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিও সমানভাবে উপকৃত। কিছু প্রকল্প অবশ্য সংগঠিত দাবির মাধ্যমে আদায় হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য ঈর্ষণীয়। তার অরণ্য, চা-শিল্প, পর্যটন কেন্দ্র, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্প, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং শিল্পকেন্দ্র স্থাপনে ক্রম-অগ্রগতি লক্ষ করার মতো। রাজ্য সরকারের দিক থেকে সমদর্শিতার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তবু কেন উত্তরবঙ্গের মানুষ মনে করে, এ হল বাধ্যতামূলক দাক্ষিণ্য, স্বজনের স্নেহ, ভালোবাসা, সমবেদনা নয়? এর উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে।

তবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের অভিযোগ ও অভিমানের কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে মনে হয়। অভিজ্ঞতাজনিত অসন্তোষ এবং ক্ষোভের সঙ্গে একবার সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বলতে শুধু কলকাতা বোঝায় না। কলকাতাই একমাত্র শহর আর পশ্চিমবঙ্গ তার গ্রাম নয়। সমগ্র মফস্‌সল-বাংলার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। উত্তরবঙ্গের বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ করেন।

কলকাতা নিঃসন্দেহে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাকি পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই কলকাতার তুলনায় অনেক বড়ো। কিন্তু স্বীকৃতি ও প্রচারের জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তাকিয়ে থাকে কলকাতার দিকেই। সেখানে পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত না হলে আজীবন থেকে যেতে হয় অপরিচয়ের অন্ধকারে। আর পাদপ্রদীপের আলোয় আসার জন্য যোগ্যতার বিচার পরে, আগে চাই যোগাযোগ, সুপারিশ এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য। ব্রিটিশ আমলে বিত্তবান বুদ্ধিমানরা বিলেত গিয়ে ডিগ্রি নিয়ে এলে প্রতিষ্ঠা পেতেন; আধুনিক সময়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি থেকে বুদ্ধিমান সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিকর্মী সরাসরি কলকাতায় গিয়ে ডেরা বাঁধেন এবং অনবরত চেষ্টায় কমবেশি সাফল্য লাভ করেন। দূরবর্তী উত্তরবঙ্গের মানুষ একথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে যে কলকাতায় পৌঁছাতে না পারলে সব শ্রম বৃথা।

যদি সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই সব ধারণা অমূলক হয়ে থাকে, তবে তার সযত্ন নিরসন চাই। সব বিষয়ে কলকাতার মুখাপেক্ষিতা মফস্‌সল শহরগুলির আত্মদৈন্য প্রমাণ করে। যেকোনো শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ ও সমদর্শিতা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে হিতকর হবে নিঃসন্দেহে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যেকোনো সাহিত্য পত্রিকা সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে, তার প্রকাশস্থল সুদূর মফস্‌সলেও হতে পারে। স্বাধীনতা উত্তরকালে অন্তত গত পাঁচ দশক ধরে উত্তরবঙ্গের জেলাশহরগুলি থেকে এবং মহকুমা স্তরেও, শত শত

লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে নবীন ও প্রবীণ কবি-লেখক আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। বিষয় সৌকর্য, পরিবেশনা— সব দিক থেকে এই সব পত্রিকা কমবেশি সাফল্যের অধিকারী। এই সব পত্রিকায় লিখে একসময় যাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তাঁদের অনেকে এখন কলকাতার পাদপ্রদীপের আলোয় দৃশ্যমান। যাঁরা নানা কারণে যেতে পারেননি, একমাত্র কোচবিহারের অমিয়ভূষণ মজুমদার ছাড়া, তাঁদের অনেকেই সামগ্রিক বিচারে বাংলা সাহিত্যে প্রায় অপরিচিত। কিংবা কয়েকজন অর্ধপরিচিত। লেখার মান নিয়ে প্রতিভার বিচার হয়, কিন্তু সেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দূরবর্তী উত্তরবঙ্গের সুযোগ কোথায়?

উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তিক শহর থেকে প্রকাশিত 'মধুপর্ণী' পত্রিকা গত ছত্রিশ বছর ধরে উত্তরবঙ্গকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করার জন্য সচেষ্ট। বিশেষত উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, বাছাই ছোটোগল্প সংখ্যা, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার উপরে তথ্যসমৃদ্ধ বিশেষ জেলা সংখ্যার প্রকাশ তার মধ্যে পড়ে। এই কাজ একটি ছোটো সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে দুরূহ ছিল, কিন্তু অপরিসীম যত্নে, ধৈর্যে এবং চেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে। তার স্বস্তিকর সাফল্যও পাওয়া গেছে।

লেখকের অনুসন্ধান ছিল মধুপর্ণীর অন্যতম লক্ষ্য। গত তিন দশক ধরে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার সঙ্গে সংযোগ সাধন ও লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল। ফলে জেলায় জেলায় বহু কবি লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, যাঁরা সুলেখক এবং গ্রন্থকারও বটে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের ছোটো বড়ো নানা পত্রিকায় তাঁদের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, সাহিত্যচর্চায় চার পাঁচ দশক ধরে একান্তভাবে সমর্পিতচিত্ত এবং অন্যান্য সংস্কৃতিকর্মের সঙ্গেও যুক্ত। মধুপর্ণীর বর্তমান সংকলনটির উদ্দেশ্য উত্তরবঙ্গের আঠারোজন কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং নাট্যকর্মীর আত্মস্মৃতিমূলক রচনার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের মানুষ, প্রকৃতি, ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার নেপথ্য চিত্রটি তুলে ধরা। দীর্ঘ অভিজ্ঞায় যাঁরা সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের কথাই এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। অবশ্যই যোগ্য লেখক আরও অনেকেই আছেন।

আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যের অনেক পাঠকের, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রবল। এটিও 'মধুপর্ণী'র একটি প্রচেষ্টা, যাতে কবি সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ নাট্যকর্মীর আত্মকথার মধ্য দিয়ে তাঁদের সংগ্রামী জীবন এবং সৃষ্টিধর্মিতা সম্বন্ধে জানা যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের প্রস্তুতিপর্বের ইতিহাস অর্থাৎ বাল্য-কৈশোরের কথায় বেশি আপ্লুত হয়েছেন; এটি স্বাভাবিকও বটে। অনেকে সেই প্রবাহকে প্রসারিত করেছেন বর্তমান পর্যন্ত। যেকোনোভাবেই হোক-না কেন, একজন সাহিত্যকর্মীর জীবন পাঠকের কৌতূহলের বিষয় সবসময়। উত্তরবঙ্গের